দৈনিক ইনকিলাব

23

তারিখ FEB 14 2000
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ৫

মেহেদী হাসান পলাশ

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগে শেষ বর্ষের ছাত্র রনি। ঢাকা কলেজ সম্পর্কে রনির মূল্যায়ন এরকম ঃ আপনারা সবাই জানেন, ঢাকা কলেজ উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন কলেজ। পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এই কলেজের ছাত্র ছিল। বর্তমানেও এটি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজের ছাত্র হতে পারা সত্যিকার অর্থেই গর্বের ব্যাপার। অনেকের মত আমিও এই কলেজের ছাত্র হতে পেরে গর্ববোধ করি। অনেক সুযোগ্য এবং স্বনামধন্য শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখান থেকে প্রতিবছর বেরিয়ে আসছে জাতির আগামীদিনের অগ্রনায়কগণ। তবে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস ও সামনের সুদৃশ্য ফুলের বাগান

আবাসিক সমস্যা সবচেয়ে বেশী প্রকট

উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ

যা ছাত্রদের অনেক সময় ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও রয়েছে হোস্টেল বা আবাসিক সমস্যা। সারাদেশ থেকেই ঢাকা কলেজে ছাত্ররা পড়তে আসে। অথচ ঢাকা কলেজের ৬টি আবাসিক হোস্টেলে মাত্র ৬০০ ছাত্রের আবাসিক সুবিধা রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী আরও নতুন হোস্টেল নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে সুপ্রাচীন শিক্ষাঙ্গনগুলোর মধ্যে ঢাকা কলেজ অন্যতম। একটি ইংলিশ স্কুল হিসেবে ঢাকা কলেজের যাত্রা শুরু। বৃটিশ আমলে General Commitee of Public Instruction-এর উদ্যোগে ১৮৩৫ সালের ২৫ জুলাই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন এই স্কুলটির নাম ছিল ইংলিশ সেমিনারী স্কুল। বাংলাদেশ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকার তদানীন্তন সিভিল সার্জন ডঃ জেমস টেইলর ও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্রান্টের সহযোগিতায় জনশিক্ষা কমিটি এ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৮৪১ সালে ইংলিশ সেমিনারী স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তখন এর নামকরণ করা হয় ঢাকা কলেজ।

কলিকাতার বিশপ বেভারেন্ড ড্যানিয়েল ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। জেঃ আয়ারল্যান্ড ঢাকা কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে ঢাকা কলেজের প্রথম ক্যাম্পাস নির্মিত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে কর্নেল গ্যাসটিনের নকশাকৃত ঢাকা কলেজের মূল ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এ ভবনটি পরবর্তীকালে স্টেট ব্যাংক নামে পরিচিতি পায়।

১৯০৮ সালে ঢাকা কলেজ কার্জন হলের সন্নিকটস্থ কয়েকটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কার্জন হল এবং এর সন্নিকটস্থ ভবনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারে চলে যায়। তখন কার্জন হল সংলগ্ন একটি লাল ইমারতে ঢাকা কলেজের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

এক পর্যায়ে ঢাকা কলেজ পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত সৈনিকদের জন্য ভবনটি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা কলেজ প্রথমে লক্ষ্মীবাজারের ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) ও পরে সিদ্দিকবাজারের মরহুম খান বাহাদুর আবদুল হাই-এর একটি ব্যক্তিগত ভবনে উঠে আসে। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে কলেজটি নিউমার্কেট সংলগ্ন বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ আদলে ঢাকা কলেজ ১৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কলেজটির উত্তরে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অফিস, নায়েম, দক্ষিণে নিউমার্কেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়েত মৈত্রী হল, পশ্চিমে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সদর দফতর এবং পূর্বে মিরপুর রোড অবস্থিত। কলেজের সামনে সুদৃশ্য বাগান, টেনিস ও বাস্কেটবল খেলার মাঠ, পশ্চিম দিকে ছাত্রাবাস ও মসজিদ, কলেজের মূল ভবনের পেছনে ও ছাত্রাবাসের সামনে রয়েছে বিশাল খেলার মাঠ ও পুকুর। পুকুর পাড়ে রয়েছে কলেজ ক্যান্টিন ও জিমনেসিয়াম। ঢাকা কলেজে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদে সর্বমোট ১৯টি বিভাগ রয়েছে। এই ১৯টি বিভাগে মাস্টার্স ১ম পর্ব ও শেষ পর্বের কোর্স চালু রয়েছে। এই ১৯টি বিভাগ হলো বাংলা, ইংরেজী, ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা,

প্রাণিবিদ্যা, গণিত, পরিসংখ্যান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান। ১৭টি বিভাগে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়াও পাশাপাশি এইচএসসি এ ডিগ্রী পাস কোর্সও চালু রয়েছে ঢাকা কলেজে।

ঢাকা কলেজে মোট ছাত্রসংখ্যা সাড়ে ১৩ হাজার। এই কলেজে কোন ছাত্রী ভর্তি করা হয় না। ঢাকা কলেজে মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৭২। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য শিক্ষকও রয়েছেন, যারা শিক্ষাকতার বাইরেও বিভিন্ন সৃজনসীল কাজে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ভাষা আন্দোলন ,গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল আন্দোলন '৬৯ এবং '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনে ঢাকা কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অসংখ্য গুণীজন এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। মালদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন।

ঢাকা কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম ঢাকা কলেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বললেন, আমাদের যেমন অনেক প্রাপ্তি রয়েছে, তেমনি সমস্যা-সংকটও আছে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা ঢাকা কলেজে পরীক্ষা নেয়ার মত কোন একাডেমিক ভবন নেই। ফলে কলেজ বন্ধ করে পরীক্ষা নিতে হয়। এ ছাড়া হোস্টেলের সমস্যাও প্রবল। অনতিবিলম্বে ঢাকা কলেজে কয়েকটি নতুন হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া জরুরী বলে তিনি উল্লেখ করেন।